দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 OCT 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

পরীক্ষকদের গাফিলতির কারণে বিএ (পাস) পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব

[illegible]জানুর রহমান ।। শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক পরীক্ষকের গাফিলতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৩ সালের বি,এ (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে এই পরীক্ষা শুরু হইয়া শেষ হয় মে মাসে। ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের তারিখ বাধিয়া দেওয়া হইলেও বর্তমান অক্টোবর মাসেও

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষকদের

(১ম পৃঃ পর)

কিছুসংখ্যক পরীক্ষক নম্বরপত্র জমা দেন নাই। ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করার কথা। উল্লেখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকদের মধ্যে খাতা বিলি করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, নিয়ম অনুযায়ী একজন পরীক্ষক দৈনিক ১০টি করিয়া খাতা দেখার কথা। এবং এই নিয়মের ভিত্তিতেই পরীক্ষকদের মধ্যে খাতা বন্টন করা হয়। অন্যান্য বছরের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই খাতা এবং নম্বর পত্র জমা দিয়াছেন। কিছুসংখ্যক পরীক্ষকের খেয়াল-খুশির কারণে টেবুলেশন সিট তৈরী করা যাইতেছে না। জানা যায়, এই পরীক্ষকদের নামে একাধিকবার পত্র পাঠাইয়া নম্বরপত্র পেঁছানোর জন্য অনুরোধ করার পরও তেমন সাড়া মিলে নাই। পরীক্ষার খাতা গ্রহণ করিয়া কয়েকজন পরীক্ষক ব্যক্তিগত কাজে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ফলেও নম্বরপত্র জমা পড়ে নাই। প্রতি বছরই কিছুসংখ্যক পরীক্ষক সঠিক সময়ে খাতা ও নম্বরপত্র জমা দেন না। দেরীতে খাতা জমা দিলে সামান্য অর্থের জরিমানা দিতে হয়। তবে এই জরিমানা জমা দেওয়ার ব্যাপারেও দেন-দরবার রহিয়াছে। ধরাধরি করিয়া অনেকেই ইতিপূর্বে জরিমানার সামান্য টাকাও মওকুফ করাইয়া নিয়াছেন।

দেশের কলেজসমূহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলিয়া যাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবার শেষ বারের মত ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, ডিসেম্বর মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম বারের মত ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেহ ফেল করিলে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। উল্লেখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় অকৃতকার্যরা ডিসেম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমান বলেন, আমরা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকদের নামে চিঠি পাঠাইয়াছি। অনেকেই তেমন সাড়া দেন নাই। নম্বরপত্র না পাইলে আমরা কিভাবে ফল প্রস্তুত করিব? তিনি বলেন, ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়াও ফল প্রকাশ করিতে পারি নাই। বর্তমানে যে অবস্থা বিদ্যমান তাহাতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পূর্বে ফল প্রকাশ করা যাইবে না। উল্লেখ্য, প্রায় ৯০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবার বি,এ পরীক্ষায় অংশ নিয়াছে।